কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

হাকিম সানায়ির কাব্যদর্শন: প্রকৃতি ও স্বরূপ অন্বেষণ

ড. মো. আতাউল্যাহ*

সারসংক্ষেপ: গযনবি শাসনামলে (৯৭৭-১১৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ইরানে ফারসি কাব্যচর্চা করে বিশ্বসাহিত্য পরিমণ্ডলে যাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন কবি হাকিম সানায়ি (১০৮০-১১৫০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন তাঁর সমকালীন ফারসি কাব্যসাহিত্যের একজন খ্যাতিমান কবি। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দরুন তিনি ফারসি কাব্যসাহিত্য পরিমণ্ডলে এত সুদৃঢ় অবস্থানে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নয়টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন যা ফারসি কাব্যসাহিত্য পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো- *দিওয়ান, হাদিকাতুল হাকিকাহ, তারিকুত তাহরিক, সিরুল এবাদ ইলাল মায়াদ, এশক্ব নমেহ, তাজরিমাতুল এলম* ইত্যাদি। এ রচনাগুলোর মধ্যে *হাদিকাতুল হাকিকাহ* গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচিত জীবন ঘনিষ্ঠ ও বাস্তবমুখী এ গ্রন্থসমূহ নীতিনৈতিকতা, সুফিবাদ, অধ্যাত্মবাদ ও দার্শনিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ। সানায়ি মানবতা ও মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত স্বীয় দর্শনতত্ত্বের বিষয়াবলীকে কাব্যশৈলীর গাঁথুনীতে চিত্রিত করেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। যা স্বচ্ছ, সুন্দর ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে আবহমানকাল ধরে। আলোচ্য প্রবন্ধে হাকিম সানায়ির কাব্যদর্শন: প্রকৃতি ও স্বরূপ অন্বেষণ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই এখানে এমন কিছু কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী, মনীষী, পণ্ডিত, দার্শনিক ও মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা নিজেদের শ্রম ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রত্নভাণ্ডার উপহার দিয়ে গেছেন যার বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী তাঁদের নিকট ঋণী হয়ে আছে। এমনই একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত হচ্ছেন হাকিম সানায়ি। যিনি ছিলেন ফারসি সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান সুফি কবি। নিতান্তই নিজের একাগ্রতা, নিষ্ঠা, শ্রম ও মেধার সমন্বয়ে ফারসি তথা বিশ্বসাহিত্য পরিমণ্ডলে নিজের নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। গযনবি শাসনামলের এই বিখ্যাত কবি প্রায় ৯টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, যা নীতি-নৈতিকতা, প্রেম-ভালোবাসা, আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনতত্ত্বে পরিপূর্ণ। তাঁর রচিত প্রতিটি কবিতাই যেন ফারসি সাহিত্যের একেকটি সম্পদ, যা কাব্যপিপাসু মানুষের হৃদয়ে দোলা দিয়ে আসছে অনবরত। নিম্নে হাকিম সানায়ির কাব্যদর্শন: প্রকৃতি ও স্বরূপ অন্বেষণ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

হাকিম সানায়ির সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

ফারসি সাহিত্যের এই খ্যাতিমান কবি হাকিম সানায়ি ১০৮০ খ্রিস্টাব্দে (যিয়াউদ্দিন, ১৯৯৬; ১১৭) ইরানের গযনি[১] শহরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম 'হাকিম আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আ'দম সানায়ি গাযনবি'। উপাধি খাতামুশ শোআরা ও ফাখরুল আরেফিন। তবে তিনি সানায়ি নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আদম, যিনি একজন শিক্ষিত, মার্জিত ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুলতান মাসউদ বিন ইব্রাহিম এর রাজত্বকালে তৎকালীন মন্ত্রী তাহের

---

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

বিন আলির আনুকূল্য ও অনুগ্রহ লাভ করেন (মোদাররেস, ১৯৬৩: ৩৩)। তাঁর মাতৃপরিচয় সম্বন্ধে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন তা তাঁর কবিতার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন,

کم آزار و بی رنج و پاکیزه عرضم **که پاکست الحمدلله نژادم** (মোদাররেস, ১৯৬৩: ৩৬১)

'দুঃখ-কষ্টহীন ও পরিচ্ছন্ন আমার সম্মান,
আলহামদুলিল্লাহ্ আমার বংশ মর্যাদা সম্ভ্রান্ত।'

হাকিম সানায়ি তাঁর স্বীয় জন্মভূমি গযনিতেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন (দার্‌রি, ২০০৭: ৮)। তৎকালীন যুগের বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ পীর আবু ইউসুফ হামেদানির নিকট থেকে তিনি দীক্ষা লাভ করেন (যবিহ, ১৯৯৯: ২৭৪)। যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গায্‌যালি (র.)ও এ মহান সাধকের শিষ্য ছিলেন। সানায়ি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনের পর গযনবি রাজদরবারের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং মাসউদ বিন ইব্রাহিম ও বাহরাম শাহ বিন মাসউদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে তাঁদের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন (যিয়াউদ্দিন, ১৯৯৬; ১১৭)। কিন্তু তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। কারণ তিনি কাসিদা রচনা করে তাঁদের আস্থাভাজন হতে পারেননি (মোহাম্মদ, ১৯৯৬: ৮০৩)। সানায়ির বিভিন্ন রচনাবলি হতে জানা যায় যে, তিনি সুলতান আলাউদ্দৌলা সুলতান তৃতীয় মাসউদ (১০৯৯-১১১৫ খ্রিস্টাব্দ) এর সময়ে কাব্যচর্চা শুরু করেন (এডওয়ার্ডভিচ, ১৯৯৬: ২০৪)।

কবি হাকিম সানায়ি যৌবনের প্রারম্ভেই গযনি ত্যাগ করেন এবং জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন শহর বিশেষত বাল্‌খ, সারখাস, হিরাত ও নিশাপুর পরিভ্রমণে অতিবাহিত করেন (লায়লা, ২০০০: ৭৬)। পরিশেষে ১১০৫ খ্রিস্টাব্দে বাল্‌খে উপনীত হন (এডওয়ার্ডভিচ, ১৯৯৬: ২০৪)। বাল্‌খ থেকেই কাবাভিমূখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর জীবন সায়াহ্নে গযনিতে প্রত্যাবর্তন করেন (মোদাররেস, ১৯৬৩: ৩৩)। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন-

از فراق شهر بلخ اندر عراق از چشم و دل
گاه در آتش بویم و گاه در طوفان شویم (মোদাররেস, ১৯৬৩: ৪১৫)

'ইরাকের বাল্‌খ শহরের বিরহ-বিচ্ছেদ আমার নয়ন ও আত্মার ব্যথার কারণ,
তার বিরহে কখনও আগুনে পুড়েছি, কখনও আবার ঝড়ে সিক্ত হয়েছি।'

কবি হাকিম সানায়ি সংযমী, ধর্মপরায়ণ, সৎ ও উদার প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন (মোদাররেস, ১৯৬৩: ৬২)। তিনি ছিলেন জাফরীয়ার অনুসারী শিআ মতালম্বে বিশ্বাসী (যবিহ, ১৯৭৮: ৩১১।)। নিজেকে তিনি ধর্মপথের পথিক মনে করতেন। তাই যথাসম্ভব পরহেজগারি অবলম্বন করে চলতেন। তাঁর রচনায় হযরত আলি (রা.)-এর প্রশংসা, আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা ও শিআ মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয় পরিলক্ষিত হয়। নবী বংশের প্রতি তাঁর ছিলো একনিষ্ঠ ভক্তি ও অকুণ্ঠ ভালোবাসা। তাঁর *দিওয়ান* ও *হাদিকাতুল হাকিকাহ* গ্রন্থদ্বয় জাফরী মতবাদের স্বপক্ষে অবিচল ও অকাট্য দলিল হিসেবে বিবেচিত (যিয়াউদ্দিন, ১৯৯৬; ১১৮)। ফারসি সাহিত্যের এ খ্যাতিমান কবি ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মস্থান গযনিতেই মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয় (মোদাররেস, ১৯৬৩: ৪৫)।

সানায়ির কাব্যে দর্শনের প্রকৃতি ও স্বরূপ

হাকিম সানায়ি ফারসি কাব্যজগতের একজন বিখ্যাত কবি। তাঁর কাব্যে প্রেম ভালোবাসা, সুফিবাদ, অধ্যাত্মবাদ, নীতিনৈতিকতার পাশাপাশি যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে তা হলো দর্শন। আর দর্শন হলো শিল্প ও সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আধুনিক বিশ্বে প্রায় সকল ভাষা ও সাহিত্যেই এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় ব্যাপকভাবে। দার্শনিকতা যদিও ফারসি সাহিত্যের সাথে অতি প্রাচীনকাল থেকে জড়িত তারপরও বর্তমানে এটি আধুনিক বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নাম যা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমালোচনা এবং ইতিহাস-লিখনের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সৃষ্টি করে। এগুলোর মূল প্রতিপাদ্য ছিলো যুক্তিহীনতা, কল্পনা, স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লৌকিকতা বহির্ভূত স্বজ্ঞা। এটি সাহিত্যের উৎস হিসেবে চেতন মনের তুলনায় অবচেতন মনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে বেশি। কাব্যসাহিত্যে দার্শনিকতা হলো মূলত একটি সাহিত্যিক ভাবানুভূতি যা ফারসি সাহিত্যের প্রতিটি স্তরে বিরাজমান রয়েছে আবহমানকাল ধরে। দর্শন ব্যতীত সাহিত্য মূলত অন্তঃসারশূন্য। তাই প্রতিটি সাহিত্যের সাথে দর্শনের যুগসূত্র অত্যন্ত গভীর। যে সাহিত্যে দার্শনিক তত্ত্ব, রহস্য ও শিক্ষা যত বেশি, সে সাহিত্যের মান এবং গ্রহণযোগ্যতা তত জোড়ালো। ফারসি কাব্যসাহিত্যে দার্শনিকতার উদ্ভব ঘটেছিলো এ সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই। দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে যাঁরা ফারসি সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য দরবারে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জগত বিখ্যাত ফারসি সুফি কবি হাকিম সানায়ি অন্যতম। নিম্নে হাকিম সানায়ির কাব্যে দর্শনের প্রকৃতি ও স্বরূপ অন্বেষণ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো-

আল্লাহর পরিচয়

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশিদারিত্ব নেই। তিনি এ জগতের স্রষ্টা। আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর অধিনস্ত। তিনি 'সামাদ' তথা অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেননি (কুরআন, ১১২: ১-৩)। এ হলো বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আল্লাহর একত্ববাদ, গুণাবলি, পূর্ণতা, জগতের সৃষ্টি, নবুয়তের বৈধতা, মরণোত্তর জীবন প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এ সকল বিষয়ে ধর্মগুরু, দার্শনিক ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য (আমিনুল, ১৯৯৫: ২৪৯)। মানুষ মহান আল্লাহর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে অক্ষম। কেননা মানুষকে জন্মগতভাবেই মহান আল্লাহ সসীম জ্ঞানের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। এ দর্শনেই বিশ্বাসী ছিলেন কবি হাকিম সানায়ি। যেমন এ প্রসঙ্গে কবি বলেন-

ای شده از شناخت خود عاجز　　　　کی شناسی خدایرا هرگز
چون تو در علم خود زبون باشی　　　　عارف کردگار چون باشی (আকসার, তা. বি.: ২৮)

'হে মানুষ ! তুমি যখন নিজেকেই চিনতে অক্ষম,
তাহলে কখনও তুমি আল্লাহকে চিনতে পারবেনা।
যখন তুমি স্বীয় জ্ঞানের ব্যাপারে দুর্বল,
তাহলে তুমি সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধানকারী কেমনে হতে পার।'

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী-

وَمَا أُوتِيتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا (কুরআন, ১৭: ৮৫)

'আমি তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করেছি।'

মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর এজন্যই মানুষের প্রতি তাঁর রয়েছে সীমাহীন ভালোবাসা। এ জগতের সমগ্র সৃষ্টিই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। মহান আল্লাহ মানুষের জন্য অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে এ পৃথিবী ভরপুর করে রেখেছেন। যা কখনো তাঁর বান্দা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। আর এটাই হলো মানুষের প্রতি তাঁর মহান স্রষ্টার ভালোবাসার নিদর্শন। যেমন এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

و إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوهَا. (কুরআন, ১৪: ৩৪)

'তাঁর অনুগ্রহ যদি গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।'

এ প্রসঙ্গে সানায়ি বলেন-

کرم و رحمت تو بی عدد است　　روح را هر نفس زتو مدد است

در جهان هرچه هست در کارند　　آنکه مجبور و آنکه مختارند. (আলি, ২০০১: ২৭)

'তোমার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা সংখ্যাতীত,
আত্মাসমূহ প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে তোমার সাহায্যপ্রার্থী।
এ পৃথিবীর সবকিছু ক্রিয়াশীল,
হয়তবা ইচ্ছায়, নতুবা অনিচ্ছায়।'

মহান আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তিনি সারাক্ষণ জাগ্রত থাকেন। ঘুম কিংবা তন্দ্রা কোনো কিছুই তাঁকে কখনোই স্পর্শ করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু বিদ্যমান তার সবকিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ দর্শনেই বিশ্বাসী ছিলেন কবি হাকিম সানায়ি। যেমন এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الحَيُّ القَيّومُ، لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَومٌ، لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ، مَن ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذنِهِ، يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم وَما خَلفَهُم، وَلا يُحيطونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِهِ إِلّا بِما شاءَ، وَسِعَ كُرسِيُّهُ السَّماواتِ وَالأَرض، وَلا يَـودُهُ حِفظُهُما، وَهُوَ العَلِيُّ العَظيمُ. (কুরআন, ০২: ২৫৫)

'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর নিকটে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতীত? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে, সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, তবে যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান।'

এ প্রসঙ্গে সানায়ি বলেন-

نامهای بزرگ طاهر او   هست اوصاف صنع ظاهر او
فارغ از شوق وذوق و نیک و بدست   برتر از وهم و فکرت و خردست
کس نداند که چیست الاّ او   صفتش لا اله الا هو
هرکه خواهد که ذکر او گوید   در نگنجد زبان که هو گوید (আকসার, তা. বি.: ২৫)

‘তাঁর বিশাল নামসমূহ পবিত্র,
তাঁর সক্রিয় গুণাবলী প্রকাশমান।
তিনি আগ্রহ, উদ্দীপনা, ভাল ও মন্দ হতে মুক্ত,
তিনি জ্ঞান, চিন্তা ও ধারণার বহু উর্ধ্বে।
তিনি কি তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না,
তাঁর গুণ হল তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।
যে ব্যক্তি চায় তাঁর আলোচনা করতে, এতে সে অক্ষম,
তিনি নিজে যা বলেন, মূলত তিনি তাই।’

সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে ধারণা

মানুষ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস থেকে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, মহান আল্লাহই সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনিই বিশ্বজগতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই জগতের সকল কিছুকে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জগতের প্রতিটি জীবকে সৃষ্টি করে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন। তিনি প্রতিটি জীবকে দান করেছেন কিছু ইচ্ছা ও প্রবণতা যাতে সে অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য অগ্রসর হতে পারে। জীবন ও মৃত্যুর অবকাঠামোয় মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজীবকে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যাতে সবকিছুই ঐশী ইচ্ছায় সংগতিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। একইভাবে তিনি জগৎকে সৃষ্টি করে তাতে কিছু নিয়ম ও রীতিনীতির অবতারনা করেছেন। জগতের সবকিছুই নিয়মানুগ; এর কোনো কিছুই আকস্মিক নয়। জগতের সবকিছুই ঘটে নির্ধারিত নিয়মের অধীনে, নির্ধারিত পরিণতির পূর্বাভাস নিয়ে (আমিনুল, ১৯৯৫: ১৭-১৮)। দার্শনিকগণ জগৎকে অনাদি ও অনন্ত বলে ধারণা করেন। তাদের মতে জগৎ বিস্তৃতির দিক থেকে শান্ত (finite), কিন্তু স্থিতিকালের (duration) দিক থেকে অনন্ত। তাদের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা অর্জন। আর আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণা হলো তিনি প্রধানত চিন্তা বা বুদ্ধি (বার্টান্ড, ১৯৯৯: ১)।

প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযযালী (র.)-এর দৃষ্টিতে, আল্লাহ এমন একটি ইচ্ছাশক্তি যা সকল সৃষ্টির উৎস ও কারণ। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে এদের সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ জগতের সবকিছুই স্বীয় ইচ্ছায় শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। ইচ্ছা দ্বারাই তিনি এর সংরক্ষণ করছেন এবং তাঁরই ইচ্ছাই একদিন তা বিলীন হয়ে যাবে। তিনি জগৎকে আলম আল-মুলক (ইন্দ্রিয়জগৎ অর্থাৎ জন্মের পূর্বজগৎ), আলম আল-মালাকুত (শাশ্বতজগৎ অর্থাৎ ইহজগৎ) ও আলম আল-জাবারুত (অর্থাৎ মৃত্যুর পরের এবং পূনরুত্থানের পূর্বজগৎ) এ তিন ভাগে ভাগ করেছেন (আমিনুল, ১৯৯৫: ২২৬)। কবি হাকিম সানায়ি একজন আধ্যাত্মিক কবি, তার কবিতায় জগতের প্রতি অনীহা পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি পৃথিবীটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী একটা জায়গা এখানে কেউ চিরদিন থাকবে না। তাই ইহকালের তুলনায়

পরকালকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আর এ দর্শনেই বিশ্বাসী ছিলেন কবি হাকিম সানায়ি। যেমন এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

بَل تُؤثِرونَ الحَيوٰةَ الدُّنياوَالاخِرَةُ خَيرٌ وَأَبقىٰ (কুরআন, ৮৭: ১৬-১৭)

'বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট স্থায়ী।'

এ প্রসঙ্গে সানায়ি বলেন-

زین جهانِ جهان تبرّا کن رو به بستان جان تماشا کن

کان جهان زین جهان شریفترست خاک او از هوا لطیفترست

رخت بیرون فکن از این مأوی خیمه زن در قضای آن صحرا (আলি, ২০০১: ৪৭)

'এই পৃথিবী হতে নিজেকে মুক্ত কর,
এ পৃথিবীতে যা কিছু দেখছ, সেগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান কর।
ঐ পৃথিবীর সম্পদ, এ পৃথিবীর চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন,
তার মাটি বাতাসের চেয়ে কোমল।
এ পৃথিবী থেকে ভালোবাসার কাপড় দূরে নিক্ষেপ কর,
ভাগ্যের মরুভূমিতে তাবু স্থাপন কর।'

এ প্রসঙ্গে সানায়ি আরো বলেন-

گنده پیریست تیره روی جهان خرد ما بدو نظر کردست

بسپیدی رخانش غرّه مشو کان سیاهی سفید بر کردست (মোদাররেস, ১৯৬৩: ১০৫২)

'এ পৃথিবী অসুন্দর, বৃদ্ধ ও নোংরা,
আমার জ্ঞান চক্ষু এটাই স্থির করেছে।
তার চেহারার শুভ্রতা দেখে ধোকা খেওনা,
এটা সাদা কালো কুর্দি সদৃশ।'

মানুষ সৃষ্টির রহস্য

মানুষ জগতের এক রহস্যময় সৃষ্টি। সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ রূপায়ণ হচ্ছে মানুষ। মহান আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীর অনেককিছুর নিয়ন্ত্রণ দিয়েছেন মহান আল্লাহ মানুষের হাতে। এত সুন্দর সৃষ্টি, যার হাতে আল্লাহ দিয়েছেন অনেক ক্ষমতা, সেই মানুষকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন সাধারণ মাটি ও পানি হতে। প্রথমে একটু রক্ত সেখান থেকে মাংসপিণ্ড ক্রমান্বয়ে অস্থি ও পূর্ণাঙ্গ মানব আকৃতিতে আবির্ভূত করেন। এটা কেবল স্রষ্টার দ্বারাই সম্ভব। আর এ দর্শনেই বিশ্বাসী ছিলেন কবি হাকিম সানায়ি। যেমন এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَقَد خَلَقنَا الإِنسٰنَ مِن سُلٰلَةٍ مِن طينٍ ثُمَّ جَعَلنٰهُ نُطفَةً فى قَرارٍ مَكينٍ ثُمَّ خَلَقنَا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضغَةً فَخَلَقنَا المُضغَةَ عِظٰمًا فَكَسَونَا العِظٰمَ لَحمًا ثُمَّ أَنشَأنٰهُ خَلقًا ءاخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحسَنُ الخٰلِقينَ (কুরআন, ২৩: ১২-১৪)

‘আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না কল্যাণময়।’

কবি সানায়ি এ প্রসঙ্গে বলেন-

خاک بودی ترا مکرّم کرد　　زان پست جلوهٔ دو عالم کرد
از همه مهتر آفرید ترا　　هرچه هست از همه گزید ترا
در نظر از همه لطیف تری　　به صفت از همه شریف تری
خوبرو از تو نقشبند ازل　　هیچ نقشی نسبت در اوّل (হাকিম, ১৯৬২: ৫-৬)

‘তুমি মাটি ছিলে আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন,
অতঃপর তোমাকে দু’জগতের কর্তৃত্ব দিয়েছেন।
তিনি তোমাকে সবার উপরে সম্মান দিয়েছেন,
সকল সৃষ্টিজীবের মধ্য থেকে তোমাকে বাছাই করেছেন।
দেখতে তুমি সবার চেয়ে সুন্দর,
গুণাবলীতে তুমি সবার চেয়ে ভদ্র।
আদিতে অঙ্কনে তুমি ছিলে সুন্দর,
সৃষ্টির শুরুতেও তোমার চেয়ে সুন্দর কেউ নেই।’

রাসুল (স.) এর মর্যাদা

হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি ছিলেন নবী ও রাসুলগণের সর্দার। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে এনে সর্বোৎকৃষ্ট জাতিতে পরিণত করে পৃথিবীতে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত শান্তির বাহক শেষ নবী মুহাম্মদ (স.)। মানুষ এ ধরণীতে মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ। আর এ রূপায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হলেন আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁকে সৃষ্টি না করলে হয়তো মহান আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না। তিনি হলেন নবীগণের নবী ও সমগ্র জাতির শিক্ষক। এ পৃথিবীতে তাঁর সবচেয়ে বড় মু’জেযা হলো আল-কুরআন। আর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে অবলম্বন করে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে মূর্খ, অজ্ঞ, কুরুচিপূর্ণ ও অসভ্য জাতিকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন দক্ষ শাসক, সমরনায়ক, শ্রেষ্ঠ সমাজপতি, উৎকৃষ্ট রাজনীতিবিদ, সফল সংগঠক, পরিবারের উত্তম কর্তা ও সফল কুটনৈতিক। এক কথায় ভালো গুণের যতগুলো দিক রয়েছে সব কিছুই তাঁর মাঝে বিরাজমান ছিল। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। আর এ দর্শনেই বিশ্বাসী ছিলেন কবি হাকিম সানায়ি। মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
(কুরআন, ৯: ১২৮)

‘তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসুল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।’

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরও বলেন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (কুরআন, ৪৮: 28)

‘তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে পথ-নির্দেশ (আল-কুরআন) ও সত্য দ্বীন (আল-আমিনুল) সহ পাঠিয়েছেন। যাতে একে অন্য সব মতবাদের উপর বিজয়ী করেন। এ কাজের জন্য আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।’

আল্লাহর রাসুল (স.) এর প্রশংসায় সানায়ি বলেন-

روشن آن بدری که کمتر منزلش عالم بود   **خرّم آنصدری که قبله ش حضرت اعظم بود**

این جهان رخسار او دارد از آن دلبر شده است   **وانجهان انوار او دارد از آن خرّم بود**

(মোদাররেস, ১৯৬৩: ১৬৫)

‘ঐ চাঁদের আলো যা পৃথীবিকে আলোকিত করেছে,
প্রফুল্ল হৃদয়বান যাঁর কেবলা হযরত আযম (ক্বাবা শরীফ) ছিল।
এ পৃথিবী তাঁর চেহারা ধারণ করে চিত্তাকর্ষক হয়েছে,
এ পৃথিবী তাঁর আলো ধারণ করে আলোকিত হয়েছে।’

মেরাজ সম্পর্কে চিন্তা

মেরাজ আরবি শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার অর্থ হচ্ছে আরোহণ বা ঊর্ধ্বগমন। পারিভাষিক দিক থেকে মেরাজ হলো মহান আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছায় বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সাত আসমান পার হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স.) এর যে রাত্রিকালীন ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাই মেরাজ। মেরাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হন। নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) আমিনুল প্রচার করতে গিয়ে নানাবিধ ঘটনার সম্মুখিন হন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত শারিরিক, মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণা ও নির্যাতনের স্বীকার হন তিনি। তবুও তিনি একত্ববাদের দাওয়াত দিতে একপা পিছপা হননি। তবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক অলৌকিক ঘটনা হলো মেরাজ। যার বিনিময়ে শেষ নবী হিসেবে জীবনে যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মাহাত্ম্য দরকার তার পুরোটাই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি এ মেরাজের মাধ্যমে। তাঁর জীবনে মেরাজ নিয়ে যত তর্ক-বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল তা আর কোনো ব্যাপারে হয়নি। মেরাজের এত বিস্ময়কর খবর মানুষের নিকট ছড়িয়ে পড়লে অতি সহজে এ বিষয়কে অনেকে বিশ্বাস করেননি। তারপরও যারা বিশ্বাস করেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ মনে করেন মেরাজ সংঘটিত হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর স্বপ্নযোগে। আবার কেউ ধারণা করে মেরাজ বলতে কোনো কিছুই নেই, এটি সম্পূর্ণ একটি অবাস্তর ঘটনা। তবে চরম সত্য কথা হলো মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে দিয়ে এ মহা অলৌকিক ঘটনাটি স্বশরীরে সম্পাদন করিয়েছিলেন যার যথেষ্ট প্রমাণাদি কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। আর এ দর্শনেই বিশ্বাসী ছিলেন কবি হাকিম সানায়ি। যেমন এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِير (কুরআন, ১৭: ১)

'তিনি (আল্লাহ) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারিদিকে আমি বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।'

যেমন মেরাজ সম্পর্কে কবি সানায়ি বলেন-

قامت عرش با همه شرفش ذره‌ای پیش ذروهٔ شَرفش
برنهاده خدای در معراج بر سرِ ذاتش از لعمرک تاج
با فترضی دلِ تباه کراست با لعمرک غم گناه کراست. (আকসার, তা. বি.: ১৯৫)

'এর সমস্ত সম্মানের সাথে আরশের উচ্চতা,
সম্মানিত কণার সামনে একটি কণা।
মেরাজের রাতে আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন,
তাঁর সত্তার সম্মান তোমার জীবনের মুকুট।
ভাঙ্গা মন দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করে,
বয়স বৃদ্ধিতে দুঃখ করা পাপ।'

আল-কুরআনের মর্যাদা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হলো আল্লাহ্‌র বাণী। যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য দীর্ঘ তেইশ বছরে ক্রমান্বয়ে লওহে মাহফুজ হতে আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীতে একশত চার খানা আসমানি কিতাব আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। এটি এমন একটি গ্রন্থ যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। পৃথিবীতে যত গ্রন্থই রচিত হয় তার শুরুতেই সাধারণত লেখক ভুল-ত্রুটি মার্জনীয় বলে একটি বাণী দিয়ে থাকেন। এখন পর্যন্ত জগতে এমন কোনো লেখকের জন্ম হয়নি, যে কোনো গ্রন্থ রচনা করে গ্রন্থের শুরুতেই এই মর্মে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে, এই গ্রন্থে বিন্দুমাত্র ভুল-ত্রুটি নেই। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ক্ষেত্রে। জগতে এর মর্যাদা অনেক বেশি। আর এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন-

لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (কুরআন, ৫৯: ২১)

অর্থ: যদি আমি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে যেতে দেখতে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা করে।

মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বর্ণনায় কবি হাকিম সানায়ি বলেন-

سخنش را ز بس لطافت و ظرف صدمت صوت نی و زحمت حرف
صفتش را حدوث را کی سنجد سخنش در حروف کی گنجد (আকসার, তা. বি.: ১৭১)

‘তাঁর কথা নমনীয়তা ও মাধূর্য্যে যথেষ্ট,
তাঁর কথায় কষ্ট ও দুর্বোধ্যতা নেই।
তাঁর গুণাবলির সংখ্যা কে অনুমান করতে পারে,
কে পারে তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে।’

জ্ঞানের গুরুত্ব

জ্ঞান-এর আরবি হলো ই’লম আর ইংরেজিতে বলে Knowledge। সাধারণত মানুষের চেতনায় কোনো বস্তু, বিষয়ে সত্য বা বাস্তবতার সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার নাম জ্ঞান। আবার কেউ বলেন, বস্তুর বাস্তব রূপকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার নাম হলো জ্ঞান। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জ্ঞান হলো অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত তথ্য ও উপলব্ধির সংগঠিত রূপ। সর্বোপরি বলা যায় জ্ঞান হলো মানুষের বুদ্ধি ও আত্মার আলো, যার মাধ্যমে সে সত্যকে চিনে, নিজেকে জানে এবং সৃষ্টিকর্তার পথ অনুধাবন করে। প্রতিটা মানুষের উচিত সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনার চেষ্টা করা এবং মানুষের জন্য এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কিছু করে যাওয়া। আল্লাহ মানুষকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দিয়ে। যাতে তাঁরা চিন্তা করে তাদেরকে কেন এখানে প্রেরণ করা হয়েছে তা উদঘাটন করে তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে নিজেদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সবার নিকট উপস্থাপন করতে পারে। জ্ঞান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

قل هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (কুরআন, ৩৯: ৯)

‘বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না; তারা কি কখনও সমান হতে পারে? উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বিবেকসম্পন্নরাই করে।’ জ্ঞানের প্রশংসায় কবি হাকিম সানায়ি বলেন-

علم سوی در اله برد نه سوی مال و نفس و جاه برد
آنچه دانسته ای بکار در آر پس دگر علم جوی از در کار (আকসার, তা. বি.: ৩১৫)

‘জ্ঞান আল্লাহর পরিচয়ের দিকে ধাবিত করে,
সম্পদ আর পদমর্যাদার দিকে নয়।
যা কিছু জান তা কাজে পরিণত কর,
অতঃপর জ্ঞানের সন্ধানী হও।’

বিবেক-বিবেচনা

বিবেক হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, যার দ্বারা ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বিচার করা যায়। পবিত্র কুরআনের প্রায় ২২টি আয়াতে মানুষের বিবেকের আলোচনা স্থান পেয়েছে। মানবীয় গুণাবলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিবেক। মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করে বিবেক। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তির বিবেক যত উন্নত তিনি সমাজে ততটাই গ্রহণযোগ্য। বিবেকের অন্যান্য প্রতিশব্দ হল প্রজ্ঞা, জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, দর্শন, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা, সঠিক কাজ করা, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, প্রজ্ঞার জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি। মূলত বিবেক হলো এমন জ্ঞান যার দ্বারা কোনো বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব, মৌলিক গুণাবলি, শক্তির আধার ও মানুষের সক্ষমতা সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। এর চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার সাথে পূর্ণতা অর্জন করা। বিবেক সংক্রান্ত এ দর্শনের সাথেই ঐক্যমত্য

ছিলেন কবি হাকিম সানায়ি। পবিত্র কুরআনে বিবেক সম্বন্ধে বিবেককে নাড়া দিতে অনেক আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

أَفَلَم يَسيروا فِي الأَرضِ فَتَكونَ لَهُم قُلوبٌ يَعقِلونَ بِها أَو اذانٌ يَسمَعونَ بِها فَإِنَّها لا تَعمَى الأَبصٰرُ وَلٰكِن تَعمَى القُلوبُ الَّتى فِى الصُّدورِ (কুরআন, ২২: ৪৬)

'তারা কি এ উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা বিবেকবান হৃদয় অথবা শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।'
বিবেকের প্রশংসায় কবি হাকিম সানায়ি *হাদিকাতুল হাকিকাহ* গ্রন্থে বলেন,

هر کجا نطق عقل بر زد دم **حرف و آواز در خزد بعدم**
عقل هم گوهر است و هم کانست **هم رسولست و هم نگهبانست** (আকসার, তা. বি.: ২৯৫)

'যেখানেই বিবেকের প্রসঙ্গ এসেছে,
সেখানেই ধ্বনি ও শব্দের আওয়াজ ম্লান হয়ে গেছে।
বিবেক মনি-মুক্তাও এবং খনিও,
তাঁর প্রেরিত দূতও এবং সংরক্ষণকারীও।'

তাকওয়া বা খোদাভীতি

মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলার নামই তাকওয়া বা খোদাভীতি। তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা কারো দ্বারা অর্জিত হলে সে আর কখনও কোনো অন্যায় করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে প্রায় দেড় শতাধিক তাকওয়া বিষয়ক আয়াত স্থান লাভ করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (কুরআন, ৪৯: ১৩)

অর্থাৎ 'আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন।' তাকওয়া সম্বন্ধে কবি হাকিম সানায়ি *হাদিকাতুল হাকিকাহ* গ্রন্থে বলেন,

الذین اتقوا و راست نجات **زنده دانش و گرچه از اموات**
گفت بی تقو ار گران باریم **راه تقوی مگر بدست آریم**
راه تقوی رویم و نندیشیم **که ز یاران بمنزل پیشیم** (আকসার, তা. বি.: ২৮৮)

'যারা আল্লাহভীতি অর্জন করেছে, তাঁরা সত্যিকার পরিত্রাণ পেয়েছে,
তাঁদেরকে জীবিত জেনো; যদিও তাঁরা মারা গেছেন।
বলা হয়ে থাকে, তাকওয়াবিহীন ব্যক্তি অন্তঃসারশুন্য,
এ জন্য সকলের আল্লাহভীতি অর্জন করা দরকার।
পরহেজগারীর পথে চলবো আর দূশ্চিন্তামুক্ত থাকব,
বন্ধুদের থেকে এ পথের সন্ধান নেব।'

এশক বা প্রেম

প্রেম–ভালোবাসা এমন এক অগ্নি যা নিজেও জ্বলে এবং অন্যকেও জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়। প্রেম কখনও জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিচালিত হয় না। প্রেম এমন এক প্রত্যয় যা বিবেক ও দর্শনের বিপরীত একটি অন্ধ গুণ। প্রেমে আসক্ত ব্যক্তি নগদ যা পায় তাই গ্রহণ করে, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে প্রায় পঞ্চাশের অধিক স্থানে প্রেমের আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (কুরআন, ৩: ৩১)

অর্থাৎ 'বলুন, (হে রাসূল) যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তবে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' এ দর্শনেই বিশ্বাসী ছিলেন কবি হাকিম সানায়ি। প্রেমের বর্ণনায় কবি হাকিম সানায়ি *হাদিকাতুল হাকিকাহ* গ্রন্থে বলেন-

عشق با سر بریده گوید راز رانکه داند که سر بود غماز
خیز و بنمای عشق را قامت که مؤذن بگفت قدقامت (আকসার, তা. বি.: ৩২৫-২৩৬)

'বলা হয়ে থাকে, প্রেম ভেদের মাথা কাটে,
আর প্রেম গোপন ভেদ প্রকাশ করে দেয়।
প্রেম কর আর তার উপর অবিচল থাক,
কেননা মুয়াজ্জিন বলেন, কাদকামাত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হও।'

দুনিয়াবিমুখতা

কবি হাকিম সানায়ি একজন দুনিয়াত্যাগী ও দুনিয়াবিমুখ কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তিনি জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে দুনিয়াবিমুখ হয়ে আধ্যাত্মিকতায় নিজেকে নিবেদিত করেন। এ সময়ে তিনি কিছুদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন এবং অনেক খ্যাতিমান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে নিজের ভিতর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমাহার ঘটান। এর ফলে সানায়ির কাব্যে তথা তাঁর কাসিদা, গযল, কালান্দারিয়াত ও তারজিয়াত সমূহে নতুন নতুন চিন্তা ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর সামান্যতম আগ্রহ ছিল না। তিনি দুনিয়াবী সম্পদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে বলেন,

مال هست از درون دل چون مار وز برون یار همچو روز و چوشب
او چنان است کاب کشتی را از درون مرگ و وز برون مرکب (মোদাররেস, ১৯৬৩: ১০৪৯)

'সম্পদের প্রতি হৃদয়ের মোহ, সাপের সাথে তুল্য,
হে বন্ধু ! তুমি দিবা-রাত্রি চেষ্টা কর সেখান থেকে বের হয়ে আসতে।
সম্পদের মোহ পানির উপর নৌকার মত,
ডুবে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু আর ভেসে থাকলে আরোহণ করা যায়।'

পরকাল সম্পর্কে ভাবনা

পরকাল অর্থ শেষ পরিণতি, শেষ ফল, ইংরেজিতে যাকে বলা Heareafter। মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হবে তাকে আখিরাত বা পরকাল বলা হয়। জন্ম যেমন সত্য, মৃত্যু ও পরকালও তেমনি সত্য। পৃথিবীর সকল মানুষ জন্ম ও মৃত্যুকে বিশ্বাস করলেও অনেকে পরকালকে বিশ্বাস করে না। তবে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসীগণ শুধু আখিরাতকে বিশ্বাসই করেন না; বরং তাঁরা পরকালকেই অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ও মন ভুলানো বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে পরকালই সকলের আসল আবাসস্থল। পরকাল সম্পর্কে এ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন কবি হাকিম সানায়ি। যেমন এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

وَما هٰذِهِ الحـَيوٰةُ الدُّنيا إِلا لَهوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدّارَ الاخِرَةَ لَهِيَ الحـَيَوانُ لَو كانوا يَعلَمونَ (কুরআন, ২৯: ৬৪)

'এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।'

এ প্রসঙ্গে সানায়ি বলেন-

ز بهر کشت آنجا راست اینجا کشتـن آدم | **ز بهر زاد آنجا راست اینجا زادن حوّا**

تو پنداری که بر بازیست این میدان چون مینو | **تو پنداری که بر هرزه است این الوان چون مینا**

و گر نز بـهر دینستی در اندر بنددی گردون | **و گر نز بـهر شرعستی کمر بگشایدی جوزا**

(মোদাররেস, ১৯৬৩: ৫৬)

'দুনিয়ায় এসে আদম (আ.) চাষাবাদ করেছেন,
বংশ বিস্তারের জন্য বিবি হাওয়া হেথায় আগমন করেছেন।
এ খেলনার মত পৃথিবীকে তুমি স্বর্গ ভেবে নিয়েছো,
এ অনর্থক বস্তুকে তুমি ভেবে নিয়েছো মূল্যবান, তা ভুল।
ধরাকে সরা জ্ঞান করে তুমি তাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছো, এটা তোমার স্পষ্ট ভুল,
বরং পৃথিবী তোমার স্থায়ী বাসস্থানের উপকরণ সংগ্রহের স্থান।'

উপসংহার

কবি হাকিম সানয়ি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত একজন ফারসি সুফিকবি। আজীবন চেষ্টা করেছেন স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির পরিচয়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে। তাই জীবনের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি মানুষকে শিখিয়েছেন প্রেম-ভালোবাসা, সুফিবাদ, মানবতাবাদ ও অধ্যাত্মবাদ। আমাদের মাঝে রেখে গেছেন সীমাহীন মূল্যবান সাহিত্যকর্ম। তাঁর কাব্যদর্শন ফারসি সাহিত্যে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। কাব্যসাহিত্যকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর দর্শন আজও মানবজীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্বেষণে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাই বলা যায় যতদিন পৃথিবী থাকবে, মানুষ থাকবে, সভ্যতা থাকবে, প্রেম-ভালোবাসা থাকবে, ততদিন কবি হাকিম সানায়ি কাব্যপিপাসু মানুষের হৃদয়ের স্মৃতিপটে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

টীকা

১. গযনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় গাযনা, গাযনিন, গাযনাক গানযা, জাযনা, গাযনু প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বর্তমানে এটি পূর্ব আফগানিস্তানের অন্তর্গত একটি অন্যতম প্রদেশ ও প্রাদেশিক রাজধানী। কাবুল হতে ১৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬৮ ডিগ্রি ১৮ মিটার উত্তর অক্ষাংশে এবং ৩৩ ডিগ্রি ৪৪ মিটার পূর্ব দ্রাঘিমাংশে সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৭,২৮০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। সুদূর অতীতে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এটি গযনবি রাজবংশের রাজধানীরূপে সুশোভীত ছিল। কবি হাকিম সানায়ি এই গযনিতেই জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে এ গযনি থেকেই সমগ্র পারস্য শাসন করা হতো। গযনিকে সর্বপ্রথম রাজধানী হিসেবে এর গোড়াপত্তন করেন তুর্কি ক্রীতদাস আব্দুল মালেক সামানি যিনি আলোপ্তগিন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর খসরু বিন বাহরাম শাহ (৫৪৭-৫৫৫ হিজরী) এর পতনের মধ্য দিয়ে রাজধানী লাহোরে স্থানান্তরিত হয়ে এ রাজত্বের পতন ঘটে। অনেক প্রসিদ্ধ রাজা-বাদশাহদের মাধ্যমে এ রাজত্ব ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। তন্মধ্যে সুলতান মাহমুদ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যিনি সতেরোবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে গযনিকে আরো সুদৃঢ় করেন। ফারসি সাহিত্যের অনেক খ্যাতিমান কবি এ রাজত্বের রাজা-বাদশাহদের পৃষ্টপোষকতা পেয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন। এদের সর্বাগ্রে নাম আসে শাহনামা রচয়িতা মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসির। এরপর যাদের নাম উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন: উনসুরি, ফাররোখি, মাসউদ সা'দ সালমান, কবি হাকিম সানায়ি ও আবুল ফারজ রুনিসহ প্রমূখ (মোহাম্মদ, ১৯৯৬: ১২৫৩-১২৫৮)।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারিম।

ড. আকসার হোকুকি (তা. বি.)। *গুযিদে হাদিকাতুল হাকিকাহ ওয়া শারিআতুত তারিকাহ আবুল মাজদ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*। তেহরান: দানেশগাহে তেহরান।

ড. আমিনুল ইসলাম (১৯৯৫)। *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ড. আমিনুল ইসলাম (১৯৯৬)। *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

ড. আলি মোহাম্মাদ মোয়াযযানি (২০০১)। *মাসনভিয়ে তারিকুত তাহকিক হাকিম সানায়ি গযনবি*, তেহরান: মোয়াসসাসে-এ ফারহাঙ্গে এন্তেশারাতে অয়াহ।

এন্দ্রেই এডওয়ার্ডভিচ বার্টেল্স (১৯৯৬)। *তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি*। সিরূশ ঈযাদি (অনু:)। তেহরান: চাপখানেয়ে হিরমান্দ।

বার্টান্ড রাসেল (১৯৯৯)। *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*। ড. প্রদীপ রায় (অনু.), ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

ড. মোহাম্মাদ মুঈন (১৯৯৬)। *ফারহাঙ্গে ফারসি, ৫ম খণ্ড*। তেহরান: মোয়াসসেসে এন্তেশারাতে আমির কবির।

মোদাররেস রেজভী (সম্পা.) (১৯৬৩)। *দিওয়ানে হাকিম আবুল মাজ্‌দ মাজদুদ বিন আদম সানায়ি গযনবি*। তেহরান: কিতাব খানেয়ে তেহরান।

ড. যবিহ উল্লাহ যবিহ (১৯৭৮)। *গাঞ্জে সোখান, ১ম খণ্ড*। তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান।

ড. যবিহ উল্লাহ যবিহ (১৯৯৯)। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, খোলাসে তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*। তেহরান: এন্তেশারাতে কোকনূস।

ড. যাহরা দার্‌রি (২০০৭)। *শরহে দাশভারিহায়ে আয হাদিকাতুল হাকিকাহ সানায়ি*। তেহরান: এন্তেশারাতে যাভ্‌ভার।

ড. সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দিন সাজ্জাদি (১৯৯৬)। *মোকাদ্দামে-ঈ বার মাবানিয়ে এরফান ওয়া তাসাউফ*। তেহরান: এন্তেশারাতে সামত। পৃ. ১১৭।

হাকিম সানায়ি গাজনভি (১৯৬২)। *দিওয়ানে সানায়ি*, তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান।